ব্রহ্মসত্য

শাস্ত্র স্বীকৃত বর্ণাশ্রম

ব্রহ্মসত্য

বিষ্ণু পুরাণ-৩/৮/৯

বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তম।
তেষু তিষ্ঠন্ নরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা।।

অনুবাদ-- হে নৃপ! শাস্ত্রে যে সমুদয় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, অন্যপ্রকারে নহে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা- ১/১১৮

ইজ্যাধ্যয়নদানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা।।

অনুবাদ-- যাগ, অধ্যয়ন এবং দান - ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম;
অধিকের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ,যাজন এবং অধ্যাপনা (অর্থাৎ ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কার্য্য)।

কপিল স্মৃতি, ৩৩০ নং শ্লোক

অন্তর্ভাবং দ্বিজেষ্বেব প্রাপ্নোতি কিল নান্যথা।
ন মন্ত্রৈকস্য সংস্কারো বিদ্যতে সর্বথা হ্যয়ম্।।

অনুবাদ-- যথার্থ দ্বিজের ঔরসজাত হওয়া অবশ্যই অপেক্ষনীয়, নতুবা উহা সম্ভব নহে,
একমাত্র মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকসংস্কার করিলেই ব্রাহ্মণ্য উৎপন্ন ও রক্ষিত হইবে,
এমন কোন নিয়ম নাস্তি অর্থাৎ অসম্ভব।

ব্রহ্মসত্য

মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব-১১৯/২৪

সহজং যদ্ভবেৎ কর্ম্ম ন তত্ত্যাজ্যং হি কেনচিৎ।
স এব তস্য ধর্ম্মো হি তেন সিদ্ধিং স গচ্ছতি।।

অনুবাদ—যেটী নিজের জাতিবিহিত কর্ম্ম, কেহই তাহা ত্যাগ করিবে না। কারণ, সেই কর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মদ্বারাই সে সিদ্ধিলাভ করে।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় ৩৯, শ্লোক ২৮

ব্রাহ্মণাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ
স্যাদ্ ন সংশয়ঃ ।

অনুবাদ: ব্রাহ্মণ পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে অবশ্যই ব্রাহ্মণ — এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ — ১০ম স্কন্ধ, অধ্যায় ৮৬, শ্লোক ৫৩

ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্বেষাং প্রাণিনামিহ ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ ।।

অনুবাদ-- এই জগতে জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তপস্যা, বিদ্যা, তুষ্টি বা আমার কলা (ঐশ্বর্য) দিয়েও তার তুলনা হয় না।

ব্রহ্মসত্য

অত্রি সংহিতা — শ্লোক ১৪০

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ ॥

অনুবাদ—জন্মের দ্বারা তাকে ব্রাহ্মণ বলে জানতে হয়; সংস্কার (উপনয়নাদি) দিয়ে দ্বিজ, বিদ্যা দিয়ে বিপ্র এবং তিনটি (অধ্যয়ন-যজ্ঞ-দান) দিয়ে শ্রোত্রিয় হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি — ১.৯০

সদৃশীনাং সদৃশীনাং সজাতীয়া জায়ন্তে ।
অনুপহ্নতবিবাহেষু সন্ততির্জায়তে তথা ॥

সমান বর্ণের পুরুষ ও সমান বর্ণের নারীর মিলনে সমজাতীয় (সজাতি) সন্তান জন্মায়। নির্দোষ বিবাহে বংশ বৃদ্ধি হয়।

হারিত স্মৃতি ১/১৫

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃত।

অনুবাদ-- ব্রাহ্মণীর (ব্রাহ্মণের স্ত্রীর) গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন 'ব্রাহ্মণ' নামে কথিত হয়।'

ব্রহ্মসত্য

মনুস্মৃতি- ৯৮

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তিধর্মস্য শাশ্বতী।
সহি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে

অনুবাদ: ব্রাহ্মণদেহের উৎপত্তিমাত্রই (অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাবত্তাদি গুণ নেই, কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, এইরকম ব্রাহ্মহ্মণের দেহও) ধর্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্তি। সেই ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত পুরুষ যখন ধর্মানুষ্ঠানযোগ্য হয়ে ওঠেন (অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা যখন তাঁর দ্বিতীয়বার জন্ম হয়), তখন থেকেই সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের অধিকারী হন।

মনুস্মৃতি- ৯৯

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।।

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পৃথিবীর সকল লোকের উপরিবর্তী হন অর্থাৎ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্মকোষ অর্থাৎ ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভুসম্পন্ন হ'য়ে থাকেন [কারণ, ব্রাহ্মণের উপদেশেই অন্য সকলের ধর্মের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে]।।

ব্রহ্মসত্য

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭

তৎ যে ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনি-মাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিংবা বৈশ্যযোনিং বা। অথযে ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো ২ যত্তে কপূয়াং যোনিমা-পদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ- তাহাদিগের অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত জীবগণের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ অর্থাৎ বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া-ছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অভ্যাস অর্থাৎ সত্বরই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। আর যাহারা ইহলোকে কেবল কপুয় অর্থাৎ কুৎসিত বা অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাও নিশ্চয়ই শীঘ্রই অপকৃষ্ট কুকুর, শুকর অথবা চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে

গৌতম ধর্মসূত্র-৪.১

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জাতাঃ সজাতীয়াঃ।"

অনুবাদ-- সবর্ণ পুরুষ কর্তৃক সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায়, সে সজাতীয় (অর্থাৎ পিতা-মাতার বর্ণ লাভ করে)। সুতরাং, ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার সন্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রাহ্মণ হবে।

ব্রহ্মসত্য

মৎস্য পুরাণ (১৪৪/৪১)

যে চান্যে দেবব্রতিনস্তথা যে ধর্ম্মদূষকাঃ।
দিব্যবৃত্তাশ্চ যে কেচিদ্বৃত্ত্যর্থং শ্রুতিলিঙ্গিনঃ।।

অনুবাদ-- অনেকেই তখন জীবিকা নির্ব্বাহবিষয়ে সুবিধা হইবে বলিয়া
ব্রহ্মজ্ঞানীর ভান করে,কেহ কেহ কপট বৈদিক চিহ্নধারণঃ করিয়া থাকে।

ব্রহ্ম পুরাণ (২৩০/৫০)

কিং দেবৈঃ কিং দ্বিজৈর্বেদৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মন।
ইত্যেবং প্রলপিষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ।।

অনুবাদ-- কলিকালে পাষণ্ড-মতে-দূষিত-চিত্ত নরগণ বলিবে,
‘দেবতা,দ্বিজ ও বেদ এ সকলের কি প্রয়োজন? জলদ্বারা শৌচেই বা কি প্রয়োজন?"

ভাগবত (১১/১৭/৪০)

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্।।

অনুবাদ-- ইজ্যা, অধ্যয়ন,দান- এইগুলি ত্রৈবর্ণিক দ্বিজমাত্রেরই আবশ্যক ধর্ম্ম।
প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন - এই বৃত্তিত্রয় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই জানিবে।

ব্রহ্মসত্য

স্কন্দ পুরাণ (৪০/২৩৩)

নিন্দন্তি বেদবাক্যানি বেদার্থাংশ্চ কলৌ যুগে।
শূদ্রৈঃ স্বয়ং নির্ম্মিতং যৎ প্রমাণং শাস্ত্রমেব তৎ।।

অনুবাদ-- প্রায় সকলেই বেদবচনের ও বেদার্থের নিন্দা করিয়া থাকে।
শূদ্রগণ যে সকল শাস্ত্র নির্ম্মাণ করে, তৎসমস্তই প্রমাণরূপে গণ্য হয়।

স্কন্দ পুরাণ (৪০/২৪২-২৪৩)

বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ।।
তে তদা প্রোদ্ভবিষ্যন্তি তেষাং বুদ্ধিশ্চ পার্থিব।

অনুবাদ-- কলিকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী পাষণ্ড সকল প্রাদুর্ভূত হয়
এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

স্কন্দ পুরাণ,নাগরখণ্ড (১৬৮/১৯)

যন্ন জাতং ধরাপৃষ্ঠেন ভবিষ্যতি কহিচিৎ

অনুবাদ-- যে ধরাস্থিত ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে নাই,সে কদাচ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

ব্রহ্মসত্য

বিষ্ণু পুরাণ (৬/১/৪৯)

কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈদেবৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মন।
ইত্যেবং বিপ্র বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ।।

অনুবাদ-- পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ "বেদের দ্বারা কি হইবে? ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে?দেবগণ কি করিতে পারেন? জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয়?" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলাপবাক্য বলিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ (২৮/৯)

স্বধর্ম্মাৎ সংসিদ্ধিং নরঃ প্রাপ্নোতি ন চ্যুতঃ।
প্রয়াতি নরকং প্রেত্য প্রতিষিদ্ধনিষেবণাৎ।।

অনুবাদ-- স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মের পালন করিলেই সর্ব্বপ্রকারের সিদ্ধিলাভ করা যায়, আর বর্ণধর্ম্ম বিরুদ্ধাচরণ করিলেই নরকে গমন হইয়া থাকে।

স্কন্দ পুরাণ,মাহেশ্বরখণ্ডে-কুমারিকাখণ্ড-৪০/২৪২-২৪৩

বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ।।
তে তদা প্রোদ্ভবিষ্যন্তি তেষাং বুদ্ধিশ্চ পার্থিব।

অনুবাদ-- কলিকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী পাষণ্ড সকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মসত্য

চতুর্বর্ণতত্ত্বলহরী - ৬০

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্।।

অনুবাদ-- স্বকীয় বর্ণোক্ত আচারসমূহের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলেই পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে সমর্থ হন,যেহেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত আচার অনুষ্ঠান ভিন্ন (অন্য কোন পথই) বিষ্ণুর তোষণ জনক নহে।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-১/২/১০১

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিন্ বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।

অনুবাদ-- শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রপ্রভৃতির বিধিকে না মানিয়া যদি কেহ একান্তভাবেও শ্রীহরভক্তির অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহাতে উৎপাতই লাভ হয়।

পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড-২৫৩/৩৪

যথোচিতা চ বর্ণস্য কার্য্যা কার্য্যা ইজ্যা হরের্নৃণাম্।
বর্ণাশ্রমানুরূপঞ্চ কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবৈঃ শুভৈঃ।।

অনুবাদ-- নরগণ যে যে বর্ণান্তর্গত, তাহার পক্ষে সেই সেই বর্ণোচিত হরিপূজাই কর্ত্তব্য। শুভ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমানুরূপ পূজানুষ্ঠান করিবেন।

ব্রহ্মসত্য

শিব পুরাণ, জ্ঞানসংহিতা-২৬/৭

যদ্যজ্জাতসমূদ্দিষ্টং তৎ তৎ কর্ম্ম ন লঙ্ঘয়েৎ।
ততশ্চ তৎ সমুৎপন্নং ফলং ভবতি নিশ্চিতম্।।

অনুবাদ-- যে যে জাতির যাহা যাহা ধর্ম্ম উক্ত আছে, তাহা কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। লঙ্ঘন করিলে তাহা হইতে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, জানিবে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তরখণ্ড-১৯/১৭-১৯

অর্থলোভাদসদভ্যশ্চ মন্ত্রান্ দাস্যন্তি বেশিনঃ।।
অন্তঃশঠা মহাক্রূরা পরদ্রব্যাভিলিপ্সবঃ।
ভ্রমন্তে বৈষ্ণববৈর্বেশৈর্ঘাজয়িষ্যন্ত্যসজ্জনান্।।
পুরাণার্থবিদাং সাধুশীলানাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
দেবতাদ্বেষকান্তে বৈ দ্বেষয়িষ্যন্তি সর্ব্বদা।।

অনুবাদ-- গুরু-বেশধারী লোকেরা অর্থলোভে অসজ্জনদিগকে মন্ত্র প্রদান করিবে। তাহারা অন্তঃশঠ মহাক্রূর এবং পরদ্রব্যাভিলাষী, বৈষ্ণব-বেশে ভ্রমণ করত অসজ্জাতিদিগকে যাজন করিবে। সেই সব দেবতা-দ্বেষী বৈষ্ণব-বেশিগণ, পুরাণার্থ-বেত্তা সাধুশীল ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সর্ব্বদা দ্বেষ করিবে।

ব্রহ্মসত্য

শিব পুরাণ, জ্ঞানসংহিতা-২৬/৭

হরের্নামবিক্রয়িণো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
স্বয়মুৎসৃজ্য দানঞ্চ কীর্ত্তিবর্দ্ধনহেতবে।।

অনুবাদ-- কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ধন গ্রহণ করত হরিনামবিক্রেতাগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং সকলেই কীর্ত্তি-বর্দ্ধনের নিমিত্তে ধনাদি দান করিবে।

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী-৭

তদ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

অনুবাদ-- তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত (ও চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির পূর্বে অভুক্ত) শুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করেন। আবার যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) আছে, তাঁহারা কুকুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করে।

বৃদ্ধহারীত স্মৃতি ৪/১৫০

এতেষাং ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ ষট্কর্ম্মসু নিয়োজিতাঃ।
ত্রিকর্ম্মসু ক্ষত্র-বিশাবৈকস্মিন্ শূদ্রযোনিজঃ।।

অনুবাদ-- ব্রাহ্মণের ষট্ কর্ম্মে (যজন,যাজন,অধ্যয়ন,অধ্যাপনা,দান ও প্রতিগ্রহ) নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য।ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যজন,অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মে উপযুক্ত এবং শূদ্রগণ মাত্র একটী কর্ম্মে অর্থাৎ দান ক্রিয়ার অধিকারী।

ব্রহ্মসত্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

‘ব্রহ্মসত্য’ সত্যের সন্ধানে বিশ্বাসী। এখানে ব্যক্তিগত মত, আবেগ কিংবা প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে শাস্ত্র যা বলে, তাকেই মান্যতা দেওয়া হয়। সেই কারণেই বর্ণাশ্রম বিষয়ে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, গীতা, স্মৃতি ও অন্যান্য বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ ও ভিত্তি অনুসন্ধান করে তা উপস্থাপন করা হলো।

এবং বিভিন্ন শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে এটিই প্রতীয়মান ও প্রমাণিত হয় যে, বর্ণাশ্রম সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় বিধান। এটি মানুষের জন্মগত অহংকার বা বৈষম্যের জন্য নয়; বরং গুণ, কর্ম ও ধর্মানুযায়ী সমাজকে সুশৃঙ্খল ও কল্যাণময় করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।

তাই ‘ব্রহ্মসত্য’ কোনো প্রকার মনগড়া ব্যাখ্যা বা আধুনিক মতবাদকে নয়, শাস্ত্রসম্মত প্রমাণকেই প্রাধান্য দেয়। সত্য যেখানেই থাকুক, শাস্ত্রের আলোকে তাকে তুলে ধরাই ‘ব্রহ্মসত্য’-এর উদ্দেশ্য।